মুজিবনগরে পেঁয়াজ চাষীদের মানববন্ধন

পেঁয়াজের ভরা মৌসূমে পার্শ্ববর্তি দেশ ভারতসহ অন্যান্য দেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানি বন্ধ ও কৃষকের উৎপাদিত পেঁয়াজের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে মানববন্ধন করেছেন মুজিবনগরের পেঁয়াজ চাষীরা। এসময় এলাকার প্রায় শতাধিক পেঁয়াজ চাষী উপস্থিত ছিলেন।

বৃহস্পতিবার বিকালে মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর মাঠে শতাধিক পেঁয়াজ চাষী এই মানববন্ধন করেন।

চাষীরা বলেন, পেঁয়াজ মসলা জাতীয় ফসল। এখন আমাদের দেশে যে পরিমাণ পেঁয়াজ উৎপাদন হচ্ছে তাঁতে আমাদের দেশের চাহিদা মেটানো সম্ভব। কিন্তু পেঁয়াজের এই ভরা মৌসুমে সরকার ভারতসহ অন্যান্য দেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানি করে থাকেন। ভরা মৌসুমে বাইরের দেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানি বন্ধ করে চাষির উৎপাদিত পেঁয়াজের মূল্য নিশ্চিত না করলে আগামীতে পেঁয়াজ চাষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে কৃষক। আবারও মানুষকে চারশ টাকা কেজি দরে পেঁয়াজ কিনতে হবে। তারা আরও বলেন, পেঁয়াজের বর্তমান বাজার দরে চাষীরা এক বিঘা জমির পেঁয়াজ চাষ করে দেড় থেকে দুই লক্ষ টাকা ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন।

বক্তব্য রাখেন, পেঁয়াজ চাষী মনিরুল ইসলাম, হাবিবুর রহমান, সোহরাব হোসেন, বায়োজিদ হোসেনসহ অন্যান্যরা।

পেঁয়াজ চাষী মিনারুল ইসলাম বলেন, এবছর আমি ৬ বিঘা জমিতে পেঁয়াজ চাষ করেছি। ছয় বিঘা জমিতে পেঁয়াজ চাষ করতে প্রায় সাড়ে চার লাখ টাকা খরচ হয়েছে। বর্তমানে যে বাজার দর তাতে পেঁয়াজ বিক্রি করে দুই থেকে আড়াই লাখ টাকা উঠবে। আমরা চাই, পেঁয়াজের এই ভরা মৌসুমে বাইরের দেশ থেকে আমাদানি বন্ধ করে আমাদের উৎপাদিত পেঁয়াজের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করুক সরকার।

চাষি সামিদুল ইসলাম জানান, এবছর আমি ১০ বিঘা জমিতে সুখসাগর পেঁয়াজ চাষ করেছি। বর্তমানে বাজারে পেঁয়াজ ২৫ থেকে ৩০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। আমাদের কাছ থেকে ফঁড়িয়ারা ২০/২২ টাকা করে কিনে নিচ্ছেন। অথচ, এক কেজি পেঁয়াজ উৎপাদন করতে কৃষকের খরচ হয় ২৫ থেকে ৩০ টাকা। কৃষক তাঁর উৎপাদিত পেঁয়াজের ন্যায্য মূল্য না পেলে আগামীতে পেঁয়াজ চাষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। তখন বাইরের দেশ থেকে

পেঁয়াজ আমদানি করতে হবে। মানুষকে তিন চার শ টাকা কেজি দরে কিনতে হবে। তাই পেঁয়াজের এই ভরা মৌসুমে বাইরের দেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানি বন্ধ করতে হবে। এছাড়া কৃষকের পেঁয়াজের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে হবে।

জানা গেছে, দারিয়াপুর গ্রামের পেঁয়াজ চাষী লাল্টু হোসেন ৮ বিঘা, সোহরাব হোসেন ৭ বিঘা, লোটন হোসেন ৬ বিঘা, মধু মিয়া ১০ বিঘা, একরামুল হোসেন ৫ বিঘা, স্বপন মিয়া ১০ বিঘা, সামিদুল ইসলামের ৯ বিঘাসহ এলাকার কয়েক হাজার কৃষক সুখ সাগর পেঁয়াজের চাষ করেছেন।

উল্লেখ্য, মেহেরপুর জেলা কৃষি বিভাগের তথ্যমতে জেলায় এবছর পাঁচ হাজার ৬৫ হেক্টর জমিতে পেঁয়াজ চাষ হয়েছে। উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৮৫ হাজার ২৮০ মেট্রিকটন।

মুজিবনগরে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা পদক প্রতিযোগিতা

“এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে তারুণ্যের উৎসব-২০২৫ উদযাপন উপলক্ষে মুজিবনগর উপজেলা পর্যায়ে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা পদক প্রতিযোগিতা-২০২৫ (ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক, বিষয়ভিত্তিক কুইজ ও কাবিং) অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) সকালে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের আয়োজনে উপজেলা পরিষদ চত্বরে জাতীয় সংগীতের তালে তালে জাতীয় পতাকা ও ক্রীড়া পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করা হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা হাফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) পলাশ মণ্ডল।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর আকরাম হোসেন, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার এহসানুল হাবিব,

সরকারি উপজেলা শিক্ষা অফিসার শামসুজ্জোহা, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক হাসান মোস্তাফিজুর রহমান।

প্রতিযোগিতার ইউনিয়ন পর্যায়ের বাছাইপর্ব ৫-৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে প্রতিটি ইভেন্টে একজন করে ২৪ জন প্রতিযোগী উপজেলা পর্যায়ে অংশ নেয়। উপজেলার চারটি ইউনিয়নের সেরা ৯৬ জন প্রতিযোগী ২৪টি ইভেন্টে উপজেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।

প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মণ্ডল। উপজেলা পর্যায়ে বিজয়ী প্রতিযোগীরা জেলা পর্যায়ের শিক্ষা পদক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবেন। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলার ৩৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক ও শিক্ষিকাবৃন্দ।

অনুষ্ঠানের সার্বিক সঞ্চালনায় ছিলেন কেদারগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শিরিনা খাতুন।

মুজিবনগরে জেলা যুবদলে প্রতিবাদ সমাবেশ

মেহেরপুর জেলা যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুল হকের উপর হামলার আসামীদের দ্রুত গ্রেফতার করে বিচার দাবিতে প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে মেহেরপুর জেলা যুবদলের নেতৃবৃন্দ।

বুধাবার বিকালে মুজিবনগর উপজেলার কেদারগন্জ বাজার প্রাঙ্গনে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুল হক এর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা যুবদলের সহসভাপতি আব্দুল হামিদ,সহ পল্লী উন্নয়ন সমবায় বিষয়ক সম্পাদক বজলুর রহমান, জেলা যুবদলের সদস্য এরশাদ আলী, আধার আলী বাবু,পারভেজ আলী,জেলা নবীন দলের সাধারন সম্পাদক আনার হোসেন প্রমুখ।

প্রতিবাদ সমাবেশের আগে মেহেরপুর জেলা যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুল হক এর নেতৃত্বে কেদারগন্জ হাট প্রাঙ্গণ থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিল বের করা হয়।

উল্যেখ্য,গত ৯ ফেব্রুয়ারী রবিবার বিকালে মেহেরপুর জেলা যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুল হকের উপর কেদারগন্জ বাজারে তার নিজ গোল্ডেন লাইন কাউন্টারে একটি হামলা হয়। পরদিন সকালে আসাদুল হক বাদী হয়ে ১৭ জনের নামেসহ ১৫/২০ জনকে অজ্ঞাতননামা আসামী করে মুজিবনগর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন।

মামলার পরে মুজিবনগর থানা পুলিশ হামলার সকল সিসিটিভি ফুটেজ দেখে মঙ্গলবার রাতে মামলার ৫ নম্বর আসামী ছোট খোকনকে আটক করে আদালতে সোপর্দ করে।

মুজিবনগরে মেধাবী সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান

মেহেরপুরের মুজিবনগরে শিক্ষার মান উন্নয়নে শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে গোপালনগর কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:। প্রতিবছর ক্রেডিট ইউনিয়নের সদস্যদের বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত মেধাবী সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করে আসছে সংস্থাটি।

তারই ধারাবাহিকতায় প্রতি বছরের ন্যায় গোপালনগর কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি: ২০২৫ সালে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার বিকেলে গোপালনগর কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের আয়োজনে, ক্রেডিট ইউনিয়নের নিজস্ব কার্যালয়ে এই শিক্ষাবৃত্তি প্রধান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

২০২৫ সালে ৬ষ্ঠ শেণী থেকে এসএসসি পরিক্ষার্থী পর্যন্ত ৫০ জন মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীকে ১ লক্ষ ২৪ হাজার টাকার শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করেছে সংস্থাটি।

শিক্ষাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে গোপালনগর কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাকের সভাপতিত্বে এবং মুজিবনগর উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা মাহবুবুল হক এর সঞ্চালনায় শিক্ষাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মন্ডল। প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা সমবায় কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) এনামুল হক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মিজানুর রহমান, মুজিবনগর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মামুন উদ্দিন আল আজাদ, দি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লীগ অব বাংলাদেশ (কাল্ব)এর জেলা ব্যবস্থাপক সুজয় কুমার বসু,গোপালনগর কো -অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের ব্যবস্থাপক আসলাম হোসেন।

অনুষ্ঠানে শিক্ষাবৃত্তি পাওয়া ছাত্রছাত্রী এবং তাদের অভিভাবক বৃন্দ ও গোপালনগর কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দু’দিনে ১৩টি বন্ধ, প্রায় ১৬ লাখ টাকা জরিমানা আদায়

মেহেরপুর সদর, মুজিবনগর ও গাংনী উপজেলার অবৈধ ইটভাটায় অভিযান চালিয়ে গত দুদিনে ১৩টি ইটভাটা বন্ধ ও প্রায় ১৬ লাখ টাকা জরিমানা আদায় করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

গতকাল সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খায়রুল হাসানের নেতৃত্বে উপজেলার চাঁদপুর, ফতেপুর ও রামদাসপুরে ৩টি ইটভাটায় অভিযান চালানো হয়। অবৈধভাবে কাঠ পোড়ানো ও জেলা প্রশাসকের লাইসেন্স না থাকায় ৫ লাখ টাকা জরিমানা আদায় করা হয় এবং ইটভাটা তিনটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। ইটভাটা গুলো হচ্ছে চাঁদপুরের কেএণ্ডকে ব্রিকসের ২ লাখ টাকা, ফতেপুরের এইচবি ব্রিকসের ১ লাখ টাকা, রামদাসপুরের ২ লাখ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন আইন ২০১৩ (সংশোধিত ২০১৯) এর ৪ ও ৬

ধারা লংঘন করা ও জেলা প্রশাসকের লাইসেন্স না থাকায় ইটভাটাগুলো বন্ধ করা হয় এবং জরিমানা আদায় করা হয়।

অপরদিকে, গতকাল মঙ্গলবার মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মণ্ডলের নেতৃত্বে উপজেলার মহাহনপুর গ্রামে স্টার ব্রিকসের দেড় লাখ টাকা, এসআরবি ব্রিকসের দেড় লাখ টাকা এবং কোমরপুর গ্রামের আরএসবি ব্রিকসের ১ লাখ টাকা জরিমানা ও ভাটা তিনটি বন্ধ করে দেওয়া হয়।

এদিকে, দুপুরের দিকে গাংনী উপজেলায় চারটি অবৈধ ইটভাটা বন্ধ ও সাড়ে ৪ লাখ টাকা জরিমানা আদায় করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় এই অভিযান পরিচালনা করেন জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাদ্দাম হোসেন এ অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানে পরিবেশ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোজাফফর আহমেদ, বামুন্দি ফায়ার সার্ভিস ও গাংনী থানা পুলিশের একটি দল অংশ নেন।

এর আগের দিন একই উপজেলায় তিনটি ইটভাটায় অভিযান চালিয়ে ২ লাখ ৩০ হাজার টাকা জরিমানা আদায়ের পাশাপাশি ভাটা তিনটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট সাদ্দাম হোসেন জানান, গাংনী উপজেলার আকুবপুর এলাকার, রূপসা ব্রিকস, জনতা ব্রিকস ও থ্রি স্টার ব্রিকসের মালিকদের এক লাখ টাকা করে ৩ লাখ টাকা এবং সমতা ব্রিকসের মালিককে দেড় লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এসময় বিপুল পরিমাণ কাঁচা ইট পানি দিয়ে বিনষ্ট করা হয়েছে। অবৈধভাবে গড়ে ওঠা এসব ইটভাটায় পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র ছিল না। এছাড়া, কয়লার পরিবর্তে কাঠ পোড়ানোর অভিযোগ পাওয়া যায়। এসব অনিয়মের কারণে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়।

মেহেরপুর পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মোজাফফর আহমেদ মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, জেলা প্রশাসনের নির্দেশে উপজেলা নির্বীহী অফিসার মহোদয়রা এসকল অভিযান পরিচালনা করছেন।

পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি হিসেবে আমরা প্রসিকিউশন করছি। তিনি আরও জানান, গত বছরের হিসেব মতে মেহেরপুর জেলায় ৯৩টি ইটভাটা রয়েছে। এর মধ্যে মাত্র একটি পরিবেশ ছাড়পত্র রয়েছে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

মুজিবনগরে জনসচেতনতা মূলক সভা অনুষ্ঠিত

মুজিবনগরে শান্তি শৃঙ্খলা উন্নয়নে সামাজিক সচেতনতায় যুবকদের ভূমিকা শীর্ষক জনসচেতনতা মূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে উপজেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আয়োজনে উপজেলা পরিষদ হলরুমে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা রকিব উদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবপ উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মন্ডল।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ মিজানুর রহমান, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মামুন উদ্দিন আল আজাদ, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক হাসান মোস্তাফিজুর রহমান, জেলা মুখ্য সংগঠক ও উপজেলা প্রধান সমন্বয়ক ছাত্র প্রতিনিধি শাওন শেখ প্রমুখ।

এর আগে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে যুবকদের নিয়ে একটি জনসচেতনতা মূলক র্যালী বের করা হয়।

মুজিবনগরে পেঁয়াজের ন্যায্য মূল্যের দাবিতে মানববন্ধন

“কৃষক বাঁচলে বাঁচবে দেশ, সুখে থাকবে বাংলাদেশ” এই স্লোগানকে সামনে রেখে পেঁয়াজের ভরা মৌসুমে ভারতসহ অন্যান্য দেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানি বন্ধ এবং ন্যায্য মূল্যের দাবিতে মানববন্ধন করেছেন মুজিবনগরের পেঁয়াজ চাষিরা।

নতুন পেঁয়াজ উৎপাদন মৌসুম শুরু হওয়ায় কৃষকরা পেঁয়াজ তুলতে শুরু করেছেন। তবে, ব্যবসায়ীরা বিদেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানি করায় ন্যায্য

দাম না পেয়ে ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ছেন স্থানীয় কৃষকরা। এ পরিস্থিতিতে মৌসুমের এই সময়ে পেঁয়াজ আমদানি বন্ধের দাবি জানিয়েছেন তারা।

সোমবার (১০ ফেব্রুয়ারি) বিকাল ৪টার দিকে মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ বাজারে স্থানীয় কৃষক সমাজের ব্যানারে আয়োজিত এক মানববন্ধনে কৃষকরা সরকারের কাছে এই দাবি জানান।

মানববন্ধনে চাষিরা অভিযোগ করেন, “যখনই পেঁয়াজের ভরা মৌসুম শুরু হয়, তখনই সরকার পেঁয়াজ আমদানি করে। এর ফলে লোকসানের মুখে পড়তে হয় কৃষকদের। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ভারত থেকে পেঁয়াজ আমদানির ফলে স্থানীয় বাজারে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে।”

বর্তমানে প্রতি কেজি পেঁয়াজ ২৫ থেকে ২৭ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে, যা উৎপাদন খরচের তুলনায় খুবই কম বলে দাবি করেন চাষিরা। তারা জানান, ভরা মৌসুমে পেঁয়াজ আমদানি বন্ধ না হলে বড় ধরনের লোকসানের মুখে পড়বেন তারা। এজন্য আগামী তিন মাস পেঁয়াজ আমদানি বন্ধের দাবি জানান উপজেলার কৃষকরা।

গত বছর পেঁয়াজের দাম বেশি হওয়ায় এবং দেশের চাহিদা মেটাতে কৃষকরা এ বছর বেশি পরিমাণে পেঁয়াজ আবাদ করেছেন। তবে কৃষকরা যখন পেঁয়াজ তুলতে শুরু করেছেন, ঠিক তখনই বিদেশ থেকে কম দামে এই কৃষিপণ্য আমদানি করা হচ্ছে, যা কৃষকদের জন্য বড় বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে।

মুজিবনগরে অস্ত্রসহ দুই ছিনতাইকারী আটক

মুজিবনগরে ছিনতাই করার সময় জনগণের সহায়তায় দুই ছিনতাইকারীকে আটক করছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

গতকাল শুক্রবার রাত নয়টার দিকে মুজিবনগর কমপ্লেক্সের পিছন ভবেরপাড়া আনন্দবাস সড়কের জৈনেক ফিরোজ মোল্লাদের মেহগনি বাগানের কাছ ছিনতাই করার সময় তাদেরকে আটক করা হয়।

আটককৃত ছিনতাইকারীরা হল উপজেলার আনন্দবাস গ্রামের শহিদুল ইসলাম এর ছেলে মো. স্বাধীন আলী (২০) এবং আসান মল্লিক ছেলে সেলিম মল্লিক (৩২)।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, মুজিবনগর উপজেলার বগোয়ান ইউনিয়নের জয়পুর গ্রামের নজির হালসোনার ছেলে আলী হোসেন একজন ক্ষুদ্র আলু ব্যবসায়ী তিনি উপজেলার বিভিন্ন সাপ্তাহিক হাটে আলু বিক্রয় করেন। প্রতিদিনের ন্যায় তিনি ভবেরপাড়া গ্রামের সাপ্তাহিক হাটে আলু বিক্রিয় করতে আসেন আলু বিক্রয় শেষে সন্ধ্যা সাড়ে ৮ টার দিকে ভবেরপাড়া বাজার হতে বাই সাইকেল যোগে মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ কমপ্লেক্স এর পিছনের রাস্তা দিয়ে আনন্দবাসের দিকে যাওয়ার সময় ভবেরপাড়া গ্রামের ফিরোজ মোড়লের মেহগনি বাগানের সামনে দুইজন ছিনতাই কারি হাতের দা ও লাঠি নিয়ে পথ রোধ করে কুপিয়ে মেরে ফেলার ভয় দেখিয়ে তার নিকটে থাকা আলো বিক্রয়ের নয় শত টাকা নিয়ে নাই পরে তার ডাক চিৎকার শুনে মাঠের লোকজন এগিয়ে আসলে ছিনতাইকারীরা দৌড়ে পালানোর সময় আনন্দবাস মোড়ে থাকা পুলিশের দল দ্রুত এসে তাদেরকে হাতেনাতে আটক করে। সময় পুলিশ তাদের কাছ থেকে ছিনতায় হওয়া নয় শত টাকা একটি ধারালো দা এবং লাঠি আকৃতি একটি গাছের ডাল উদ্ধার করে।

মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ মিজানুর রহমান ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে জানান, ছিনতায় করার সময় হাতেনাতে ২ ছিনতাইকারিকে আটক করে ১৮৬০ সালের পেনাল কোডের ৩৯২ ধারায় মামলা দিয়ে শনিবার বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

মুজিবনগরে ওয়ারেন্ট ভুক্ত চার আসামী গ্রেফতার

মুজিবনগরে বিভিন্ন মামলার ওয়ারেন্ট ভুক্ত ৪ আসামীকে গ্রেফতার করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

শনিবার রাত ১টা হতে ভোর ৫ টা মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ মিজানুর রহমান এর নের্তৃত্বে এস আই উত্তম কুমার, এস আই নাজমুল

ইসলাম, এ এস আই সোহেল রানা, এ এস আই সিমা খাতুন ও সঙ্গীয় ফোর্স সহ মুজিবনগর থানার বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করে সি আর - ৮১/২৪, সি আর- ১১৫/২৪ ওয়ারেন্টভুক্ত আসামী বিদ্যাধরপুর গ্রামের আলিউল আজিম এর স্ত্রী আলিয়া খাতুন, সি আর নং-১১৫/২৪ এর ওয়ারেন্টভুক্ত আসামী মাঝপাড়া গ্রামের মৃত আজিজুল এর ছেলে ঝন্টু, মাঝপাড়া গ্রামের মৃত আজিজুল এর স্ত্রী আম্বিয়া খাতুন, জি আর নং- ৮২/২১ এর ওয়ারেন্টভুক্ত আসামী ভবেরপাড়া গ্রামের মৃত জানিয়েল মন্ডল এর ছেলে সাগর মন্ডল কে নিজ এলাকা হতে গ্রেফতার করা হয়।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মিজানুর রহমান জানান মুজিবনগর থানার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করে আসামীদেরকে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

সেই সাথে মুজিবনগর থানা এলাকায় ওয়ারেন্ট মূলে আসামী গ্রেফতার ও মাদক উদ্ধার অভিযান অব্যাহত আছে।